সুচিত্রা সেন

অভিনীত

আমার বৌ

PANCHU GOPAL

শ্রীচিত্রের প্রথম চিত্রার্ঘ্য

সুব্রত বসুর নিবেদন

আমার বৌ

: কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

খগেন রায়

চিত্র গ্রহণ	: দিবেন্দু ঘোষ	শিল্পনির্দ্দেশ	: নিশীথ সেন
শব্দ যোজনা	: পরিতোষ বসু	ব্যবস্থাপনা	: গীতেন দে
গীত রচনা	: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সন্তোষ সেন	রূপসজ্জা	: সুধীর বসু
		স্থিরচিত্র	: অক্টো ফোটো, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা	: সুকুমার মুখোপাধ্যায়		
রাসায়ণাগারিক	: জগবন্ধু বসু	সঙ্গীত পরিচালনা	: বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সুরযোজনা	: অনুপ সরকার	আবহ-সঙ্গীত	: সুশান্ত লাহিড়ী

সহকারিতায় :

পরিচালনায়	: হিমেন নস্কর, অলক মুখোপাধ্যায়, গীতেন দে	শব্দগ্রহণে	: সমেন চট্টোপাধ্যায়, বিজন ঘোষ
		সম্পাদনায়	: অমরেশ তালুকদার
চিত্রগ্রহণে	: দেবেন, ভবতোষ ভট্টাচার্য	রূপসজ্জায়	: সুরেশ রায়, সন্তোষ নাথ

চরিত্র চিত্রণে

সুচিত্রা সেন, রেণুকা রায়, সন্ধ্যা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, সুমনা ভট্টাচার্য, এষা ভট্টাচার্য, আরতি দাস, কলিন অলিভার, রুমু, ঝুমু, শান্তা দেবী, অমলা ভট্টাচার্য, রীণা ব্যানার্জী, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সুব্রত বসু, ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর রায়, পল্টু সেন, নন্দ বসাক, টুলু সেন, ভোম্‌রা ঘোষ, রথীন দাসগুপ্ত, তৃপ্তি, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যো ইত্যাদি।

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশনা :

মোহিনী পিকচার্স (কলিকাতা)

গোল্ড মোহর ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স (মফঃস্বল)

আমার বৌ

(গল্পাংশ)

গ্র্যাজুয়েট রজত মুখোপাধ্যায় চাকুরীহীন. বেকার। কলকাতার সম্পন্ন এক গৃহস্থ পাঁচকড়িবাবুর একতালার একখানা ঘরে থাকে। ভাড়া অল্প কিন্তু প্রায়ই দেওয়া হয় না। এর জন্য কর্ত্তার কিছুটা আপত্তি থাকলেও গিন্নীর নেই, কারণ তাঁর মনের গোপন কোনের আশা রজত তাঁদের একমাত্র সন্তান ডাবিকে বিয়ে করে ঐ বাড়ীতেই অধিষ্ঠিত হয়। রজত কিন্তু ডাবিকে স্নেহ করে--বোনের মত—ডাবির স্বামী হ'তে তার যেন কোথায় একটা অনুচ্চারিত আপত্তি আছে। ডাবিকে কিন্তু ভালবাসে পদ্মপলাশ লোচন চক্রবর্ত্তী, তাদের তরুণ গৃহশিক্ষক। ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল বলে পাঁচকড়ি বাবু তাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। পদ্মপলাশ ডাবিকে তার মনের কথা বলতে সাহস পায় না। সব কথা বলে রজতকে। রজত বলে, দেখি আপনার জন্য আমি কি করতে পারি। কিন্তু সম্ভাবনা কম একথা রজত বোঝে কারণ যদি বা কর্ত্তা পদ্মলোচনকে একটু অনুকম্পার চোখে দেখেন, গৃহিনী তো তাকে বিদেয় করতে পারলেই যেন বাঁচেন।

রজতের শিক্ষাদীক্ষা বেকারত্বের চাপে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হ'তে বসেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিলভার টনিক কর্পোরেশন আফিসে একটা চাকুরির সম্ভাবনা হল।

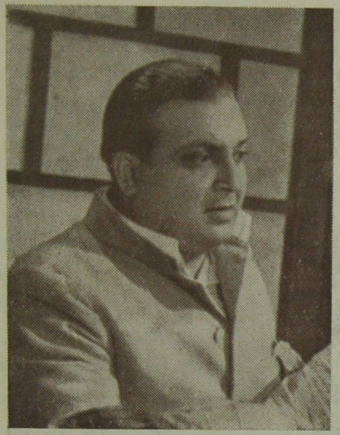

কিন্তু তাঁরা একটা বিষম সর্ত আরোপ করলেন—রজতকে বিবাহিত হ'তে হবে এবং সস্ত্রীক কাজে বহাল হতে হবে। এত কষ্টে পাওয়া চাকরিটা হাতছাড়া হতে দিতে রজতের প্রাণে বাজলো। বাইরে বেরিয়ে এসে সে দিশাহারা হয়ে গেল—বউ কোথায়? আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে সে একটা পার্কের বেঞ্চির কাছে এল। বেঞ্চিতে একটি আধুনিকা বসে ছিলেন। তাকে একলা দেখে রজত এক পা এক পা এগিয়ে এসে সাহস সঞ্চয় করে জেনে নিল যে মেয়েটি চাকরির অন্বেষণে ঘুরছে। রজত তাকে প্রস্তাবটা করলো। স্বামী-স্ত্রী সেজে চাকরি করতে হবে শুনে মেয়েটি বিস্মিত হয়ে গেল এবং অসম্মত হল। আবার ইতস্ততঃ ঘোরার পালা। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত অবস্থায় সে একটা ভদ্র চেহারার রেস্তোঁরায় এল। এক পেয়ালা চা অর্ডার দিয়ে বিভ্রান্তভাবে সে বসে আছে, এমন সময় ধপ্ করে তার ডান দিকে কি যেন একটা পড়ে গেল। জিনিষটা এক মহিলার হ্যাণ্ডব্যাগ। মালিকা পাশেই বসেছিলেন। রজত ওটা কুড়িয়ে তাঁর হাতে দিতে একটা ধন্যবাদ পাওয়া গেলো। একটু একটু করে

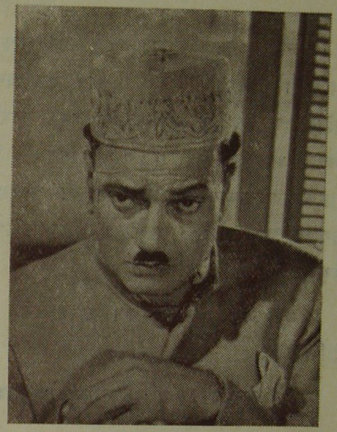

আলাপ হ'তে হ'তে রজত খানিকটা স্বচ্ছন্দ অনুভব করলো, স্বাচ্ছন্দ্য দিল তাকে সাহস এবং সেই সাহসে ভর করে রজত জানলো মেয়েটিও চাকরি খুঁজছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দরী মেয়েটি, ততোধিক আশ্চর্যজনক ভাবে সে রজতের প্রস্তাবটি নেড়েচেড়ে দেখতে রাজী হল। হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল রজত। উভয়ে আফিসে যেতেই উৎফুল্ল কর্তৃপক্ষ সোৎসাহে তাদের চাকরীতে বহাল করলেন। কিন্তু দু'চারদিন যেতেই তারা বুঝলো আফিসটি একদল বঞ্চকের প্রতিষ্ঠান। অনুতপ্ত রজত বলে, চলুন প্রিয়া দেবী, আপনাকে এখুনি বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। চাকরি ছেড়ে দেওয়া যাক, এমনিতেও তো থাকবেনা। প্রিয়া বলে, কিছুদিন দেখাই যাক না—জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজন আছে।

আলার উপর আলা হল এক বিশালকায় রহস্যময় ব্যক্তি। ইনি সুবেশধারী ও নির্বাক কিন্তু যখনই রজত ও প্রিয়া রেস্তোরাঁয় চা খেতে ঢোকে তখনই দেখা যায় ইনি একটু দূরে বসে এদের নিরীক্ষণ করছেন। একদিন আর না পেরে রজত তাকে চ্যালেঞ্জ করল—কে আপনি এবং কেন আপনার এই বিরক্তিকর আনাগোনা? লোকটা গম্ভীর গলায় বললেন—ধৈর্য্য ধরুন, সময়ে জানতে পারবেন। এই লোকটির সঙ্গে আবার যখন প্রিয়াকে একদিন একা গাড়ীতে দেখা গেল তখন রজতের প্রকৃত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। এত ভালবাসি যাকে

সে এমনভাবে ঠকাতে পারে ভেবে রজত স্ত্রীজাতিকেই হঠাৎ অসার মনে করে অভিমানে আত্মগোপন করলো। কিন্তু প্রিয়া এসে তারই ঘরে তার মান ভাঙ্গিয়ে গেল। রজত গলে গেল। কিন্তু বিদায় নেবার প্রাক্ মুহূর্তে যখন সেই রহস্যময় ব্যক্তিটিরই মোটরের হর্ণ নিচে শোনা গেল তখন রজত প্রিয়াকে চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিল—মিস্ ব্যানার্জী, শুনে যান—আজ থেকে আফিসকে আর আপনাকে, দুজনকে ত্যাগ করলাম। প্রিয়া রজতকে চেনে, তাই সে একথার পরও হাসিমুখে দৌড়ে গিয়ে রহস্যময় ব্যক্তিটির গাড়ীতে উঠলো।

এদিকে পাঁচকড়িবাবুর গৃহে তোলপাড়! মাষ্টার মশাই পদ্মবাবু পাঁচকড়িবাবুর কাছে টাইপ করে ডাবির পাণিপ্রার্থী হয়ে এক আবেদন পাঠিয়েছে। কি শাস্তি দিলে মাষ্টার জব্দ হয় এই আলোচনা যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলছে তখন ডাক পড়লো রজতের। রজত বিস্মিত হল সব শুনে। কিন্তু বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে ফেললেন পাঁচকড়িবাবু যখন রজত জানালো কাগজে বেরিয়েছে পদ্মলোচনের নাম—সে আই, পি, এস পরীক্ষায় কমপিট করেছে। কোথায় গেল শাস্তি আর তর্জ্জন? স্বামী স্ত্রী পারলে তখুনিই ডাবির বিয়ে দিয়ে দেন।

রজত চলে যেতে কিছুক্ষণ পরে রজতের মামাও একটু পরে এসে পড়লেন রহস্যময় ব্যক্তিটি।

রজতের বেকারত্ব না ঘুচলেও কৌমার্য্যের অবসান হয়েছিল—সে বউ পেয়েছিল।

কিন্তু কেমন করে?.....

গান

[১]

ফুল হেথা ফুটেছে দূরে চাঁদ উঠেছে,
কেঁদে বলে মন যেন মালা কোথা পাই।
কত না দূরে গুন গুনিয়ে
এলো না তো সে গান শুনিয়ে,
কেন প্রিয় প্রাণে মোর
দোলা আনে নাই?
অবহেলা রেখে যেন বেলা বয়ে যায়,
খেলা কেন অকারণে ভেঙ্গে যেতে চায়,
শিশিরের চোখে আজ স্মৃতি রেখে যাই,
স্মৃতি রেখে যাই।
দূরে আঁকাবাঁকা চাঁদ হেসে হেসে কয়,
মন যারে চায় ওগো সে তো কারো নয়,
তব লাগি প্রীতি লয়ে এলো না সে তাই,
এলো না সে তাই!

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

[২]

কভু ভাব কভু আড়ি
এত কাছাকাছি থাকি তবু ছাড়াছাড়ি।
হাসি চেয়ে কভু কেঁদে ফিরে আসা,
ছল না ভীরু একি ভালবাসা,
আঁখি দিয়ে আঁখি চাহি,
মন নিয়ে কাড়াকাড়ি।
মেঘ ভরা কালো রাতে
তুমি এলে আঙ্গিনাতে,
ধরা দিতে এসে দূরে সরে যাও গো,
লুকোচুরি খেলে যে কি সুখ পাওগো,
বাহুডোরে বাঁধ যারে সে কি
যেতে পারে ছাড়ি?

—সন্তোষ সেন

[৩]

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্
গুঞ্জন করে ভ্রমরা,
গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্
গুঞ্জন করে ভ্রমরা।
ফুলে ফুলে দুলে দুলে
গুঞ্জন করে গো গুঞ্জন করে।
চাঁপা মেয়ে মুখ তুলে বলে,
এসো আরো কাছে এ বাসর ঘরে গো
গুঞ্জন করে।
জাগি শুনি তব বাঁশি,
একি লাজে জাগে হাসি,
আঁখিতে মিলাব আঁখি সুখ-লীলা ভরে,
গুঞ্জন করে।

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

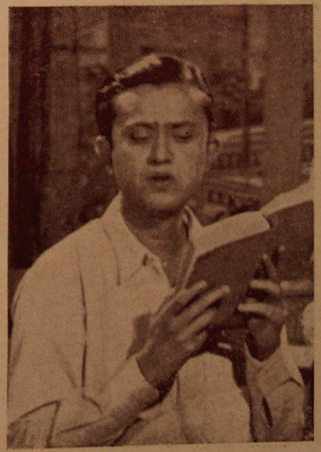

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ইন্দ্রাণী

★

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ইনি আর উনি

★

পৌরাণিক চিত্র

সতী তুলসী

পরিবেশক ঃ

মোহিনী পিকচার্স ঃঃ কলিকাতা

মোহিনী পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচীব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।